গ্রামীণফোন ইন্টারনেট সাবস্ক্রিপশনের শর্তাবলী

সাধারণ নিয়মাবলী

আবেদনের সুযোগ:

এসব শর্ত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গ্রামীণফোনের ব্যবহারকারীদের মাঝে গ্রামীণফোন ইন্টারনেট সার্ভিস পৌঁছে দেয়ার চুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ইন্টারনেট সাবস্ক্রিপশন গ্রামীণফোন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ইন্টারনেটে যুক্ত হওয়ার সুযোগ করে দেয়, এবং এর মাধ্যমে পছন্দমতো ওয়েবমেইল আদান-প্রদান, সংবাদ, বিভিন্ন তথ্য ও কন্টেন্ট ব্রাউজ ও ডাউনলোড করার সুযোগও নিয়ে আসে।

নির্ধারিত মোডেম অথবা ইন্টারনেট সম্বলিত হ্যান্ডসেটের সাথে ইন্টারনেট SIM বা ইন্টারনেট সংযোগসহ সাধারণ ভয়েস SIM ব্যবহার করে ইন্টারনেট সেবা উপভোগ করা যায়।

গ্রামীণফোন সবসময় সবার জন্য ইন্টারনেট ব্যবহারে সেরা গ্রহণযোগ্য মান নিশ্চিত করে এবং উৎসাহ যোগায় এবং গ্রাহকদের দায়িত্ব এটি লক্ষ্যে রাখা যে গ্রামীণফোন ইন্টারনেট সার্ভিসের ব্যবহার যেন নিচের কোন শর্ত বা বিধি-নিষেধের অমান্য না করে।

গ্রামীণফোন ইন্টারনেট সাবস্ক্রিপশনের এই শর্তাবলী বিটিআরসি অনুমোদিত সাবস্ক্রাইবার অ্যাকুইজিশন ফর্মের পেছনের পাতায় বর্ণিত শর্তাবলীর সাথে সাথে মেনে চলতে হবে।

পক্ষ:

এই চুক্তির দুই পক্ষ হচ্ছে গ্রামীণফোন এবং গ্রামীণফোন ইন্টারনেট সাবস্ক্রিপশন (প্রিপেইড বা পোস্টপেইড) ক্রেতা যিনি গ্রামীণফোনের ইন্টারনেট গ্রাহক হিসেবে রেজিস্ট্রেশন করেছেন।

ইন্টারনেটের স্পিড:

ব্যবহারের সময় উপভোগ করা ইন্টারনেটের স্পিড ইন্টারনেট ট্রাফিক, অ্যাকসেস করা ওয়েবপেইজ, গন্তব্য সার্ভার, টাওয়ার থেকে দূরত্ব এবং ব্যবহৃত হার্ডওয়্যার ও যন্ত্রাংশের ওপর নির্ভর করে ওঠানামা করবে।

মূল্য:

গ্রামীণফোন ওয়েবসাইট www.grameenphone.com-এ যেকোন সময় বর্ণিত প্রাইস লিস্টের ওপর ভিত্তি করেই বিভিন্ন সার্ভিস এবং চার্জের মূল্য নির্ধারিত হয়। সব মূল্যের সাথে VAT প্রযোজ্য হবে। বাংলাদেশ টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি (বিটিআরএ)-এর অনুমতিক্রমে গ্রামীণফোন যেকোন সময় এই প্রাইস লিস্টে পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে।

বর্তমান ব্যবহারকারীদের গ্রামীণফোন তৎক্ষণাৎ মূল্য পরিবর্তন সম্পর্কে জানিয়ে দেবে। সম্ভাব্য জালিয়াতি থেকে মুক্ত থাকার জন্য গ্রামীণফোন আগে থেকেই মাসিক মূল্য বা বিভিন্ন প্যাকেজের জন্য দৈনিক চার্জিং-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে।

যেসব নিয়মনীতি মেনে চলতে হবে:

গ্রামীণফোন ইন্টারনেট সার্ভিসের গ্রাহক গ্রামীণফোনের ফেয়ার ইউসেজ পলিসি অনুসরণ করার পাশাপাশি যেসব কার্যক্রম থেকে বিরত থাকবে, তা হচ্ছে:

১. বেআইনী, অসৎ, অন্যায় বা অন্যান্য নিষিদ্ধ কার্যকলাপ;
২. যেকোন আপত্তিকর, হুমকিমূলক, অপমানজনক, লজ্জাকর, অশালীন, বেআইনী, অঘটনমূলক আপলোড, ডাউনলোড, রেকর্ড, রিভিউ, স্ট্রিমিং অথবা এমন কোন তথ্য বা কিছু পাঠানো, ছাপানো, গ্রহণ করা, অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া, উৎসাহ যোগানো যা যেকোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কপিরাইট, ট্রেডমার্ক, ইন্টেলেকচুয়েল সম্পত্তি, বিশ্বাস, গোপনীয়তার জন্য ক্ষতিকর;
৩. গ্রামীণফোনের সম্মতি ছাড়া ব্যবসায়িক কার্যক্রম;
৪. জ্ঞানত বা অসাবধানে এমন কোন ইলেক্ট্রনিক জিনিস (যেমন ভাইরাস সহ ফাইল, করাপ্টেড ফাইল বা এমন কোন সফটওয়্যার বা প্রোগ্রাম ইত্যাদি) ট্রান্সমিট বা আপলোড করা যা কোন গ্রামীণফোনের মালিকানাধীন বা ইন্টারনেট গ্রাহক বা ব্যক্তির কম্পিউটার সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার বা টেলিযোগাযোগ যন্ত্রের ঝামেলা ও ধ্বংস ডেকে আনতে পারে;
৫. এমন কোন কাজ যা অন্যের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লংঘন করে, বিরক্তির উদ্রেক করে, অসহযোগিতা বা অহেতুক উদ্বেগের সৃষ্টি করে;
৬. অন্য যেকোন তৃতীয় পক্ষের সাথে সমঝোতার বাইরে কিছু হলে যেমন পাইরেটেড সফটওয়্যার ও অন্যান্য ভুলভাবে লাইসেন্সকৃত সফটওয়্যার, কোন কাজের মালিকের নাম মুছে ফেলা, আপলোড করা কোন আইনী সমন বা জমিসংক্রান্ত তথ্য, কোন সফটওয়্যার বা পণ্যের মূল উৎসের ব্যাপারে ভুল তথ্যের ডাউনলোড, ইন্সটলেশন ইত্যাদি;
৭. এমন কোন কাজ যা গ্রামীণফোনের নেটওয়ার্ক বা সার্ভিসকে ব্যাহত করে বা যা হোস্ট ও নেটওয়ার্ককে ধ্বংস করে দিতে পারে;
৮. কোন হোস্ট বা নেটওয়ার্কের ব্যবহারকারীদের তথ্য ও নিরাপত্তা ঘিরে ধরা;
৯. কোন ভাইরাস, ট্রোজান, প্রোগ্রাম বা ডাটাকে নষ্ট করে দেয়ার মতো কিছু তৈরি, প্রচার, স্টোর করা বা ছড়িয়ে দেয়া;
১০. গ্রাহকের বাসা বা প্রতিষ্ঠানে অথবা বাসা বা প্রতিষ্ঠানের বাইরে, যেমন পাবলিক হাইওয়ে বা রাস্তায় বা অন্য কোন বাসা বা প্রতিষ্ঠানে অবস্থিত কোন ব্যক্তির অজান্তে তাকে নজরে রাখা বা তার কার্যকলাপ রেকর্ড করা;
১১. আইনানুগভাবে সংগ্রহ, প্রচার বা উপভোগ করা যায় না এমন কিছু সংগ্রহ করা, প্রচার করা বা প্রদর্শন ও উপভোগ করা। গ্রাহক যদি এর অন্যথা করেন, তবে তার জন্য গ্রামীণফোন দায়ী থাকবে না। এ ধরনের কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার কারণে বা অননুমোদিত সাইট ভিজিটের কারণে বা বেআইনী কিছু ডাউনলোড করার কারণে গ্রাহকের সফটওয়্যার বা হার্ডওয়্যার ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ কোন ব্যবস্থা নেয়া হলে তার জন্য গ্রামীণফোন দায়ী থাকবে না।

গ্রাহক ও তৃতীয় পক্ষের জন্য নিরাপত্তামূলক নির্দেশ:

১. গ্রাহক নিজের দায়িত্বে তার মেম্বার আইডি এবং/বা পাসওয়ার্ডের গোপনীয়তা রক্ষা করবে যেন অন্য কোন অননুমোদিত ব্যক্তি তার ইন্টারনেট সার্ভিস ব্যবহার করতে না পারে।
২. তৃতীয় কোন পক্ষ যেন গ্রাহকের ইন্টারনেট সার্ভিস উপভোগ করতে না পারে, তার দায়িত্বও গ্রাহক নিজে বহন করবে।

৩. গ্রাহক তার ইন্টারনেট ব্যবহারের মোডেম/হ্যান্ডসেট হারিয়ে ফেলার সাথে সাথে অথবা ইন্টারনেট সার্ভিস অন্য কেউ অন্যায়ভাবে ব্যবহার করছে সন্দেহ করার সাথে সাথে গ্রামীণফোন গ্রাহকসেবার সাথে যোগাযোগ করবে সংযোগটি বন্ধ করে দেয়ার জন্য।

৪. গ্রাহক নিচের যেকোন কারণে তার অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ব্যবহৃত যেকোন ইন্টারনেট সার্ভিসের দায়িত্ব বহন করবে:

- অনুমোদিত বা অননুমোদিত
- অগ্রহণযোগ্য কোন ব্যবহার বা ব্যবহারের উদ্রেকের মাধ্যমে পলিসির অন্যথা হলে
- নিয়মগুলো গ্রাহকের জ্ঞাতার্থে থাকুক বা না থাকুক
- অগ্রহণযোগ্য ব্যবহারটি গ্রাহক একা বা অনেকের সাথে মিলে কওে থাকুন না কেন
- অগ্রহণযোগ্য কাজটি করার অনুমোদন দিলে বা কাজটি করায় সহায়তা করলে

৫. গ্রাহক তার অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ব্যবহারকৃত (অনুমোদিত বা অননুমোদিত) সব ধরনের গ্রামীণফোন ইন্টারনেট সার্ভিসের জন্য দায়ী থাকবে এবং তার অনুমতিতে বা অজান্তে একা বা অনেকের সাথে মিলে ঘটে যাওয়া বা ঘটার উদ্রেক হওয়া যেকোন অগ্রহণযোগ্য কার্যক্রমের জন্য দায়ী থাকবে।

৬. আপনি সম্মতি জানাচ্ছেন যে আপনার ইন্টারনেট সার্ভিস ব্যবহারের জন্য গ্রামীণফোন কোনভাবেই দায়ী না। যদিও এই ইন্টারনেট সার্ভিস সর্বসাধারণের ব্যবহারের উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে, তারপরও গ্রাহক তার গ্রামীণফোন ইন্টারনেট সার্ভিস ব্যবহার করে কোন শিশু বা বাড়ি বা অফিসের অন্য কেউ তাদের দেখা ও ব্যবহারের উপযোগী কন্টেন্ট অ্যাকসেস করছে কি না, তা লক্ষ্য রাখার দায়িত্বে থাকবেন।